**ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ভারত থেকে সংগৃহীত**

**একতলা এসি বাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

১৩ জুলাই ২০১৩, শনিবার, গণভবন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আস-সালামু আলাইকুম।

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন এর আওতায় বিআরটিসি'র জন্য ভারত থেকে সংগৃহীত একতলা এসি বাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পূনর্গঠনের পাশাপাশি ‘বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন' (বিআরটিসি) কে পুনর্গঠিত করেন। এর বহরে নতুন নতুন যানবাহন সংযোজন করেন। রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা বিআরটিসি দেশের পরিবহন সেক্টরে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে জাতির পিতা তার সূচনা করেন। আমরা যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ প্রতিষ্ঠানটির সেবা প্রদান ক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করেছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর নরডিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এনডিএফ) এর আওতায় চীন থেকে ২০১০ থেকে ২০১১ সালে ২৭৫টি একতলা সিএনজি বাস এবং ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (ইডিসিএফ) এর আওতায় ২০১১ সনে ২৫৫টি এসি/নন-এসি সিএনজি বাস সংগ্রহ করি। এই বাসগুলো ঢাকা মহানগরীসহ দেশের বিভিন্ন রুটে যাত্রীসেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২৯০টি দ্বিতল বাস এবং ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলোও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে। একই প্রকল্পের আওতায় আরো ৮৮টি এসি একতলা বাস আমরা সংগ্রহ করেছি। যা আজ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। এই এসি বাসগুলো ঢাকা শহর থেকে দূরপাল্লার বিভিন্ন জেলা শহরে চলাচল করবে। বিআরটিসি পরিচালিত ঢাকা-কোলকাতা এবং ঢাকা-আগরতলা আন্তর্জাতিক রুটেও এই বাস চলাচলের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে মাত্র ১৬২টি ট্রাক রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আমরা আইডিসিএল প্রকল্পের আওতায় আরও ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছি।

সুধিমন্ডলী,

বিএনপি-জামাত জোট বিআরটিসিকে লুটপাটের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। '৯৬ সরকারের সময় আমরা অত্যাধুনিক ৫০টি ভলভো বাস আমদানি করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সরকার দীর্ঘদিন ধরে এ বাসগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত না করায় উন্নতমানের এ বাসগুলো অকেজো হয়ে যায়। তারা বিআরটিসির মুল্যবান জায়গা ও স্থাপনা নামমাত্র মূল্যে আত্মীয়স্বজন এবং দলীয় কর্মীদের ইজারা দেয়। যারফলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বিআরটিসির ডিপোতে গাড়ী রাখার স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। জোট সরকার চীন ও ভারত থেকে কেনা বাস দলীয় লোকদের নামে লিজ দেয়। ফলে বিআরটিসি বিপুল অঙ্কের রাজস্ব হারায়। বিআরটিসিকে এজন্য ৬৪ কোটি টাকার দেনা বহন করতে হচ্ছে। লীজ গ্রহীতারা বাসগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। ফলে ৩৫০টি বাস অকেজো হয়ে যায়। এগুলি স্ক্রাপ হিসাবে বিক্রি করা ছাড়া কোন বিকল্প নাই।

কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিজস্ব জমা তহবিলের অর্থও তখন লুটপাট করা হয়। এজন্য এখন বিআরটিসিকে সুদে-আসলে ৪২ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। আমরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন। আমরা গত সাড়ে চার বছরে বিআরটিসি'র বিভিন্ন পদে প্রায় ১৫শত জনবল নিয়োগ দিয়েছি।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে বিআরটিসি'র রাজস্ব আয় ও নীট অপারেটিং প্রফিট ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। বিআরটিসি'র সিটি সার্ভিসে ইলেকট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রিপেইড কার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টিকেট প্রক্রিয়া সহজীকরণ, অনলাইন পেমেন্ট, প্রি পেইড আইসিটি ফেয়ার সিস্টেম এবং ডিজিটালাইজেশনের ফলে বর্তমানে বিআরটিসির সেবার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত পর্যন্ত প্রায় ২৮ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিআরটিসি ওয়ান স্টপ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করছে। আমি আশা করি, বিআরটিসি আগামীতে আরও আধুনিক এবং বহুমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

বিআরটিসি'র বাসে মহিলা, বিকলাঙ্গ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিশ্ব-ইজতেমা ও ঈদ উপলক্ষে বিআরটিসি'র স্পেশাল বাস সার্ভিস চলছে। ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিআরটিসি'র ৪০টি বাস সরবরাহ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে চালু করা হয়েছে ১৪টি স্কুল বাস সার্ভিস। বিআরটিসি'র ২১২টি স্টাফ বাসের পাশাপাশি কর্মজীবী মহিলাদের জন্য মহিলা বাস সার্ভিসও চালু করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চলছে। ঢাকা-কাঠমুন্ড-ঢাকা, ঢাকা-শিলং-ঢাকা এবং ঢাকা-গোহাটি-ঢাকা রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চলাচলের বিষয়েও আলোচনা চলছে। এরফলে পারষ্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে।

ঢাকা শহরের যানযট নিরসনে আমরা স্ট্রেটিজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান এর আওতায় ফালইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কম্যুটার রেলওয়ে, ঢাকা শহরের চারিদিকে রিং রোড ও ওয়াটারওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মিরপুর-এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার, বনানী রেলক্রসিং-এ ওভারপাস চালু করা হয়েছে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কুড়িল ফালইওভার, যাত্রাবাড়ী ফালইওভার ও মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলছে। মেট্রোরেল পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। হাতিরঝিল প্রকল্প রাজধানীর সৌন্দর্য বর্ধন ও যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত সাড়ে চার বছর আমরা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কাজ করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশী সফলতা অর্জন করেছি। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করছে।

দেশে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেড়েছে। রেমিটেন্স, রফতানি, বিনিয়োগ, রিজার্ভ বেড়েছে। চার বছরে রাজস্ব আদায় দ্বিগুণ বেড়েছে। দেশের প্রতিটি এলাকায় আমরা সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন দেশের উন্নয়ন করছি তখন বিএনপি-জামাত জোট আর হেফাজতে ইসলাম দেশের সম্পদ ধ্বংস করছে। গত ডিসেম্বর থেকে এ বছরের মে মাস পর্যন্ত হরতালে বিআরটিসির ১৪২ বাসে ভাংচুর ও আগুন দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৪৫টি নতুন দ্বিতল বাস। কোরিয়ান এসি, চাইনিজ ও অন্যান্য বাস মিলিয়ে রয়েছে ৯৭টি। ১০টি নতুন দ্বিতল বাস সম্পূর্ণরূপে পোড়ানো হয়েছে। এছাড়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নতুন দ্বিতল ও আর্টিকুলেটেড বাসের সংখ্যা ২৬টি। ব্যক্তি মালিকানাধীন যানবাহনের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরও কয়েকগুন বেশী।

আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই, অন্যায়ভাবে বাসে আগুন দিয়ে বাসচালক, হেলপার, যাত্রীদের পুড়িয়ে মেরে মানুষের জান-মাল ধ্বংস করবেন না। এ ক্ষতি ব্যক্তির ক্ষতি, জনগণের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি। এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন আমরা দেশের সম্পদ রক্ষা করি।

আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত হই। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্ডিয়ান ডলার ক্রেডিট লাইন এর আওতায় ভারত থেকে সংগৃহীত বিআরটিসি'র একতলা এসি বাসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।